প্রাক্ কথন

আমার গবেষণার শিরোনাম - "বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস ঃ বিষয় ও শিল্পরূপ"। আমি বাংলা অনার্সে পড়াকালীন বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে ভাবনা আমার মনে উঁকি দিয়েছিল। তাঁর উপন্যাসের বিষয় ভাবনা জানার আগ্রহ আমার মনে কৌতূহলের সৃষ্টি করে। তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থও আমি সংগ্রহ করেছিলাম। গবেষণা করতে গিয়ে দেখি কাজটি বৃহৎ। দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র, পত্রিকা অধ্যয়ন করার মধ্য দিয়ে আমার গবেষণার প্রেরণা পাই। এছাড়া ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বুদ্ধদেব বিষয়ক নানা বইপত্র স্নাতকোত্তর অধ্যয়নের সময়েও আমি পড়তে ভালোবাসতাম। বুদ্ধদেব বসুর চরিত্রের সূক্ষ্মতর ভাঁজগুলি আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়। ষাটের দশকে অতি আধুনিক সাহিত্য ভাবনার পেছনে বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের তরুণ-তরুণীর মনোজগৎ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের নূতনত্ব বিষয়ে অনেক অভিযোগ উঠেছিল। এ বিষয়ে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের গ্রন্থ তেমন দেখা যায় না। কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের মতো উপন্যাস রচনাতেও তাঁর যে শিল্পভাবনা ছিল তা আমাকে বিশেষভাবে আপ্লুত করে। যখন আমি এম.এ. পাশ করি তখন এই গবেষণার উৎসাহ আরও ত্বরান্বিত হয়েছিল। এই সময় আমি স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে জলপাইগুড়ি পূর্বাঞ্চল হাই স্কুলে যুক্ত হই। এই গবেষণা করার জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয়া অধ্যাপিকা ডঃ মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

গবেষণার শিরোনাম নিয়ে মাননীয়া অধাপিকা মহাশয়ার সহযোগিতা ও সুপরামর্শে বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস নিয়ে কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করি। আমার এই গবেষণার তত্ত্বাবধায়িকা শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা ডঃ মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার সুযোগ্য সাহিত্য অনুরাগী অজস্র তথ্য ও প্রামাণ্য সাহিত্য চিন্তা দিয়ে যেভাবে আমার গবেষণা পত্রটি তত্ত্বাবধান করেছেন, তা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শে এই গবেষণাধর্মী গ্রন্থটি রচনা করতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ, তাঁর প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম রইল।

বুদ্ধদেব বসুর আগামী বছরে জন্ম শতবর্ষ পূর্ণ হবে। তাঁর জন্ম শতবর্ষে আমার এই গবেষণা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নিমিত্ত ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। এছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব অধ্যাপক মহাশয় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন- ডঃ রেজাউল করিম, ডঃ অঙ্কুশ ভট্ট, ডঃ প্রসূন ঘোষ, ডঃ নিখিলেশ রায় ও ডঃ সুবোধ কুমার যশ মহাশয়। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা রইল। এছাড়া এই গবেষণার জন্য আমার স্কুল কর্তৃপক্ষ, জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার, আজাদ হিন্দ্ পাঠাগার ও প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এবং মুদ্রাকর অমিত কুমার দত্ত মহাশয়, (কমফোর্ট, জলপাইগুড়ি) আমাকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই গবেষণাটি পাঠক ও সাহিত্য অনুরাগীবৃন্দের ভালো লাগলে আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করবো।

ধন্যবাদান্তে -
হাফিজুল ইসলাম

তারিখ ঃ ৭/৮/২০০৭